# পাল্টায় নারী বাহারি

আফসানা কিশোয়ার

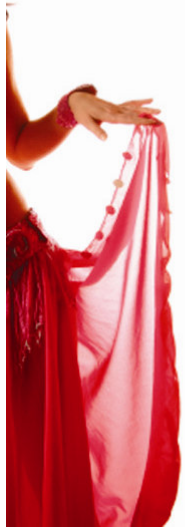

অদ্ভুত আলোময়তা থেকে বুনতে থাকেন অন্ধকার,
অনন্ত অন্ধকার থেকে নির্মাণ করেন সূর্য
যিনি,
আফসানা কিশোয়ার।
তিনি বাতাসের কাছে হাহাকার গচ্ছিত
রেখে যাতনা সিন্দুক চাপা
করে আচমকা হেসে উঠেন চিৎকারে।
এর মধ্যেই বাউণ্ডুলে প্রেম তাকে
তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই প্রেমে
ভাসতে ভাসতেই বাস্তবতার
নিষ্ঠুর পেষণে রক্তাক্ত পিঠ পাতেন
মাটিতে,
আবার উঠে দাঁড়ান।
'নারী' তার লেখার গভীর বহুবর্ণ
এক চরিত্র। যাঁকে তিনি নানা ভঙ্গিমায়
পাল্টাতে আবিষ্কার করেন।
সেই নারী শিশু শৈশব— টলমল পা
কিশোরী— ইচিং বিচিং প্রজাপতি
তরুণী... যেখানে এসে নারীর বাঁক
বদল ঘটে পুরুষের সাথে দীর্ঘ
সম্পর্ক স্থাপন অঙ্গীকারের বন্ধনে।
আফসানা কিশোয়ার যন্ত্রণা,
ক্লিষ্টতা, আর যাবতীয় কালো
কুয়াশা সরিয়ে তীব্র আত্মার
স্বপ্নে শিল্পের পথে হাঁটতে থাকেন।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

# ইসাবেলা-কে

## সূ চি


| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্যাটালিস্ট | ৯ | ৫৭ | আমি তো ভালোবাসি নাই |
| উৎস | ৪১ | ৫৮ | গৃহস্থ-ভাবনা |
| 'তুমি'গ্রস্ত | ৪২ | ৫৯ | ঘানি |
| তোর 'না'তে বাঁচি | ৪৩ | ৬০ | ক্রসফায়ারের বন্দনা শোনো |
| সে এক নারী | ৪৪ | ৬১ | অধরা |
| স্থায়ী নির্বাসন | ৪৫ | ৬২ | জীবনী ভালোবাসার |
| বাউণ্ডুলে, প্রেমে পড়লে... | ৪৬ | ৬৩ | গৃহদাহ |
| অগ্নির জন্যে প্রার্থনা | ৪৭ | ৬৪ | কাক্ষা কলঙ্ক |
| স্বপ্নাক্রান্ত | ৪৮ | ৬৫ | জয়াশা |
| পালটায় নারী, বাহারি | ৪৯ | ৬৬ | নির্দেশনা |
| নারী-চরিত | ৫০ | ৬৭ | অস্থায়ী |
| তুমি আসো নি | ৫১ | ৬৮ | মেয়েলি আড্ডার আড়ালে |
| শিকার-ই-ত | ৫২ | ৬৯ | আহ্বান বিষয়ক |
| মৃত্তিকার চোখে জল | ৫৩ | ৭০ | উদ্‌যাপন |
| সাহসের খোঁজে | ৫৪ | ৭১ | পথের দাবি |
| অপেক্ষা করবো, সেদিনের ? | ৫৫ | ৭২ | আত্মার হত্যা |
| মেঘকাব্য | ৫৬ | | |

আফসানা কিশোয়ারের জন্ম ঢাকাতে, ১৯৭৮ সালের ৮ মার্চ। ২০০০ সালে লেখালেখির শুরু 'যায় যায় দিন' এর মাধ্যমে। তারপর 'প্রথম আলো'র সেরা ফিচার লেখকের স্বীকৃতি। এরপর আর পেছন ফেরা নয়। বেশ ক'টি জাতীয় দৈনিকের নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। দেশের ভেতর, বাহির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার লেখা ছাপা হচ্ছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের প্রথম কাব্যোপন্যাস 'রোজনামচা : ভালোবাসা', অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও শব্দচয়ন এই কাব্যোপন্যাসকে দান করে ভিন্নমাত্রা। পদ্য, লেখকের অন্যতম প্রিয় বিষয় হলেও গদ্যে তিনি সমান সাবলীল। 'নস্টালজিয়া' ও 'ত্রৈরাশিক' এই দুই গল্পগ্রন্থে তিনি তার সেই পারদর্শীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ২০০৫ ছিল লেখকের জন্যে স্মরণীয় বছর। এ বছর 'শব্দোৎসব', ৬০টি কবিতার একটি দীর্ঘ সিক্যুয়েল, নান্দনিক অলংকরণসহ প্রকাশিত হয় এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। একই বছর বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের উপর লেখা লেখকের 'প্রবাসের খেরো কবিতা'র প্রকাশ ও ভিডিওচিত্র নির্মাণ করে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'টেনাগানিটা'।

আফসানা কিশোয়ার বর্তমানে একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত। 'পাল্টায় নারী, বাহারি' তার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ।

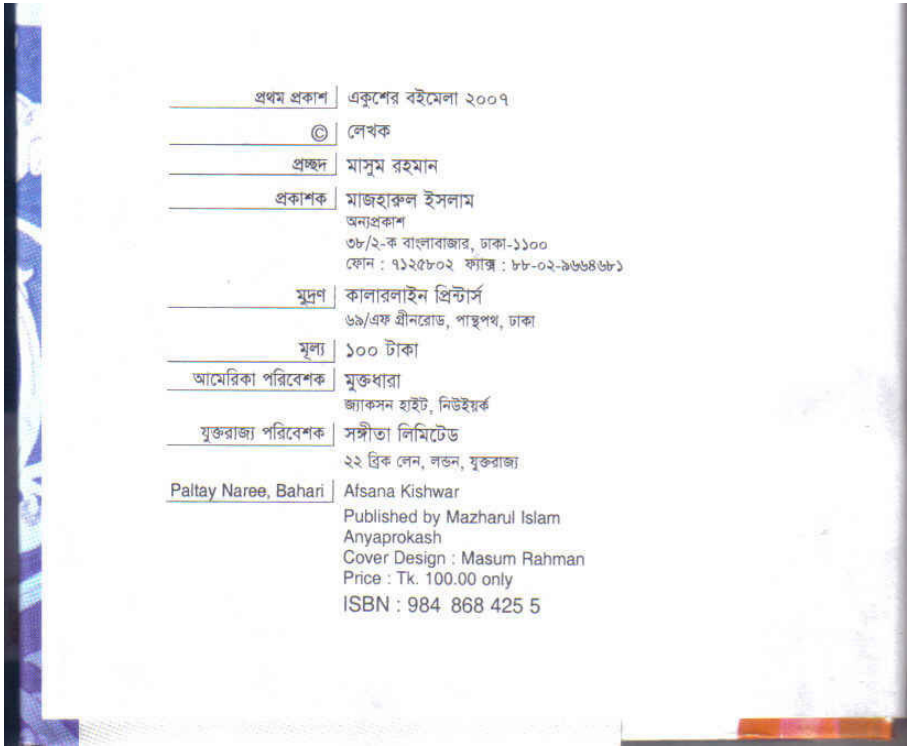


প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৭

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Paltay Naree, Bahari | Afsana Kishwar
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 100.00 only
ISBN : 984 868 425 5


ক্যাটালিস্ট

১
আশ্বাস দেয়া, ভঙ্গ করা
চলছে এমন
ভুল বুঝি না, কারণ
যতোই চেষ্টা করো
পারবে না করতে স্বপ্ন হরণ।

২
এক একটা দিন যায়, তোমার অপেক্ষায়
তুমি যখনই দূরালাপনিতে তখনই আশ্বাস—
'কাল যাবো তোমার ওখানে'।
দোতলার উইন্ডো বাইন্ডার ক্বচিৎও
করি না বন্ধ, কারণ আমি তোমার
আসার দৃশ্যটুকুও মিস করতে চাই না।
আজ, কাল, পরশু সহ আরো অনেক
অনেকদিন আমি চেয়ে থেকেছি নির্নিমেষ।
কবে হবে এই পথ চাওয়ার শেষ?

৩
আমার দস্যিপনাকে দণ্ডিত করে
হে সুন্দর, আছো বেশ চুপ
নির্ভারে—নীলাকাশে।
আমি কাঁপি—কাঁদি ঝরঝর,
ভালোবাসার গোপন তরাসে।

৪
আমারও আছে আঁধার
আছে দু হাত জড়ানো রাত,
আমিও তো চাইতে পারি
গোপন-আনন্দের আলিঙ্গন
দু'জোড়া ঠোঁটের শৈল্পিক সংঘাত।

৫
বুকের কার্পেটে আজ ছোপ ছোপ দাগ,
সারাদিন কোনো কোকিল ডাকে নি
একটি গাছেরও কোণ থেকে। থেকে থেকে
হিসেব-নিকেশ যাচ্ছে উলটে-পালটে;
পায়ে পায়ে বিপন্ন ফাল্গুন, অনিয়ন্ত্রিত
জলধারার উপোসী বেহাগ। আমার সুরে জং,
মন ইটচাপা হলুদ ঘাস;
মননে-মেধায় ভুল ভালোবাসার বিলোলিত সন্ত্রাস,
ঘুণপোকা কেটেই যায়...

৬
এ শীতও একাকী রোদ্দুরে পিঠ মেলে চলে গেলো
অন্য কোনো দেশে। আমার চেতনায় স্বপ্নভঙ্গের টুকরো
ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেশে। যতোক্ষণ ছোঁয়ার দূরত্বে,
যতোটা সময় কণ্ঠস্বর স্পর্শ করে থাকা,
ততোক্ষণ মনোদেহের ভাঁজে ভাঁজে হীরকদ্যুতি।
তোমাকে চেয়ে আমার সবগুলো দিন
ঝরোঝরো শ্রাবণ। অনুমতি দাও—আমি নামাই
আমাদের হৃদয়মোহনায় পাহাড়ি প্লাবন।

৭
জলের 'পরে পড়িলে জল
কী হয় বলো?
: ছল।
তোমার সাথে আমার প্রণয়
তেমনি, এক ও অবিকল।
আমার নারীত্বে পুরুষসত্তা
তোমার পুরুষত্বে নারী,
আবহমান কাল বয়ে যায়
তোমার-আমার, আমার-তোমার
অতৃপ্ত আহাজারি।

৮
বুকের মাঝে খড়্গ চলে
দু চোখ ভরে জল
আমায় তুমি কী দিলে যে
মন জুড়ে অনল?

৯
দুঃখের সাথে মলযুদ্ধ আমি কখনো করি নি
বরঞ্চ দুঃখকে বরণ করেছি মগ্ন মনে-দেহকোণে,
রক্তের  কণিকায়। কারণ এই একটা জিনিসই তুমি

আমায় বিনা আয়াসে দিতে পারো, দিচ্ছো সময়-
অসময়। সেটুকু দিতেও যদি করো মুষ্টিবদ্ধ,
তবে আর কী নিয়ে বাঁচি বলো?—এভাবে টেনো না
নির্লিপ্তির জাল, আঁধারে মুখ ঢাকবে তাহলে তোমাতে
গচ্ছিত 'আমার মহাকাল'।

১০
মাঝরাতে অগ্নি নাচে দেহে ও ঠোঁটে
তুমি থাকো আলোকবর্ষ দূরে
তবু এমন বিস্ফোরণ কিভাবে ঘটে?

১১
মুগ্ধতার মর্মান্তিক কুণ্ডে আমি লোহা পোড়া—
গলে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত; নিয়তির হাতে
হাঁপরের তেজ, অগ্নিতে অগ্নিতে আমি
ক্রমেই নিঃশেষ। আমার পান্তুয়ার মতো মন,
কী চেয়েছিল তেমন, যে দিলে শুধু
উপেক্ষা অবহেলার জ্বালা অগণন!
শোনো তোমায় বলি—ভালোবাসতে জানি
সর্বস্ব উজাড় করে, হেলা দিলে ভালোবাসাকে
ডেকে নিতে পারি আমারই মনের ঘরে।
তুমি একবার বলো তা-ই চাও—যতো কষ্টই হোক
আমি আর তোমার পথে ফেলবো না এক পা-ও।

১২
বেঁচে আছি উপেক্ষা অবহেলার ঘূর্ণিপাকে
বাউরি বাতাস আমার খবর রাখে
কাল রাতেও ঝরেছে বাসনার অধিক জল
সময় জুড়ে বিচ্ছেদ বাড়বানল
শান্তি চাই...

১৩
বসন্তে বর্ষা নামালেই যখন
নুন মিশিয়ে দাও, আমার
ব্যথা করুক সমুদ্র সঙ্গম।

১৪
বুকের কুলুঙ্গিতে শুধু তোমার ছবি
তুমি আমার চির ঠাকুর
তুমিই আমার আরাধ্য দেবী।

১৫
বিষ দিলে—তাও সই
জানা তো গেলো
আমি বিস্মৃতির অতলে নই।

১৬
গত ক'রাত ধরে আমি আমা হতে বিচ্যুত
তাই হয় নি আর মোবাইলেও
তোমার কাছে যাওয়া। তুমিও নিশ্চুপ;
বুঝলাম—তোমাতে-আমাতে আর যাই হয়েছে,
আমারটা হলো একতরফা মায়া। আমাকে তুমি
কোথাও রাখো না, কিভাবে যেন ছেঁটে ফেলেছো
প্রতিটি নিশানা, এমনকি আমি তোমার 'ভুলে'ও নেই
ফিসফিস করে জানালো তোমারই ছায়া।

১৭
তোমাকে পাবো না, জানি সুনিশ্চিত
তথাপি ঘষটে চলা, মন মানে না
প্রচলিত সামাজিক রীত।

১৮
প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে
যদি শোনা যেত আদিবাসী
ঢোল-করতাল, যন্ত্রণার পারা
সামান্য হলেও নামত
বাঁচার সাধ জাগতো আগামীকাল
কোনো সম্পর্কে আমার লিপ্ততা ছিল না কোনো কালে।
নির্লিপ্তি ছিল আমার সাপ্তাহিক জার্নালের সবটা জুড়ে।
তোমার কারণে দু চোখ এখন অনন্ত হতে অন্তরে
'ভালোবাসা'—সে এক আশ্চর্য অনুভব, ইচ্ছে করলেই
জ্বালতে পারে তেলহীন প্রদীপেরে।

১৯
দুঃখের সাম্রাজ্য গড়ার এমন বিধ্বংসী ইচ্ছে
জানি না কখনো কারো হয়েছে কিনা!
আমার চাহনিতে কোনোদিন আমি কটাক্ষের বিদ্যুৎ
ভরে দিতে পারি নি, সচরাচর (পুরুষের ভাষ্যমতে)
নারীরা যা দেয়। নিম্ন উপমায় বলতে গেলে,
আমি গাভীর নেত্রে গভীর তাকিয়েছি চারপাশের
মানুষের দিকে। এমন কাউকে খুঁজেছি যে
আমার বোধের অংশীদার হবে;
ব্যথা হলে ব্যথা, আনন্দ হলে আনন্দ
সবটা তার মনের স্পর্শে গুঁজে নেবে।
শুকনো খড়ে আগুন ঠেসে দেবার অপারগতাকে
অন্যে ভেবেছে ভালোবাসাহীনতা, দু'হাতে জড়িয়ে
প্রেমঘন শব্দ না বলার নীরবতাকে ভেবেছে ফ্রিজিডিটি—
এমন আরো অনেক কিছু; তেমন-তেমন সমীকরণ
(মানুষের মনগড়া) পিছু ফেলে আমি এখনো এমন
একজন সঙ্গী খুঁজি যাকে ভরসা করে
আমার 'শিল্প' স্বস্তি পাবে।

২০
আজ কোনো কথা নয়, শুধু নীরবতা—
পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত
তোমার না বলা কথকতা।

২১
জানে সাঙ্গুর জল
সেই জলছোঁয়া গোধূলির রং
আমার স্থির জীবনে এনেছো
তুমি ঠিক কতোটা ত্বরণ।

২২
নিবিড় নীরবতা পুরে দিয়ে আমার সকল উল্লাসের মুখে
বোধকে করেছো নিহত, উপেক্ষারই ফুলকিতে।
হতে পারো অগ্নিকুণ্ড যা মুহূর্তের ধ্বংসকে করে
পাগল নৃত্যে আহ্বান, আমি বরাবর ভেবেছি তুমি
সব স্নিগ্ধ করবে প্রদীপসম আলোতে,
তোমার জন্য মনের সবুজ বোতামটা খুলেছি
অনায়াসে, জোছনার কমলাভ, তারার তর্জমাঙ্কিত রাত
এনেছি অক্ষিপুটে। তুমি শুধু অবহেলার জালটা তুলে নাও,
আমি নির্বিঘ্নে হই ভালোবাসারই তন্তুবায়ী, তোমাকে
জড়িয়ে থিতু হই, বসত গড়ি স্থায়ী।
আমার চোখে আর কোনো সম্পর্ক অস্ত যাক
আমি একদম চাই না।

২৩
তারপর বৃষ্টি নামে। উপোসী গাছ পাতার জিভ
বাড়িয়ে নাগালে থাকা প্রতি ফোঁটা জল
চেটেপুটে খায়; বনে বনে
জলতরঙ্গ—পাহাড়ের খাঁজে, ঘাসের শিরায়,
মাটির দেহে জল বয়ে চলে বাধাহীন।
দু চোখ মেলে সব দেখি আর একবুক মরুভূ
নিয়ে বৃষ্টির বিপরীতে দাঁড়িয়ে রই।
তৃষ্ণায় আর্ত আমি জলাল্পতায় খাবি খাই
থেকে থেকে, ঘোর বর্ষা বাহিরে দাপায়
আমি সাহারা তুমি না ছোঁয়ায়।

২৪
দেহজোড়া আগুন-উদ্যান
একদেশদর্শী অনলে আমি
জ্বলন্ত সকাল-বিকাল
আসে না সে, আসে না
এমনকি তার শতাব্দী
পেরোনো ছায়া
আমার তবু তাকেই চাই
চলে ছায়ার অপেক্ষায়
তূর্য জেদীপনা।

২৫
আপাত ক্ষিপ্র আমি ভেতরে ভেতরে ঠিক কতোটা
অচল তা যদি তুমি জানতে তাহলে নিশ্চিত
আমার এই বাদাম-খোলশ ভাঙতে!
আমার নীলিমায় ঝুলে থাকে এক নারীর
সফেদ মুখ, তার সত্তায় জীবন-যৌবন-আয়ু
সব পেরিয়ে শুধুই জল; প্রকৃতির ক্রীড়নক সে
দ্বিতীয় জন্মের পরেও একই রকম অসম্পূর্ণ
শিকার করেছে তাকে পুনরায় ছল।

এসব দেখতে দেখতে ঐ নারীর জন্য যখন
করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে মন, তক্ষুণি তার
পরিচয় জানি—এ যে অকৃত্রিম আমি, যাকে
নিজেই কখনো করতে পারি নি গ্রহণ। দূর বনে
তক্ষক ডাকে—'তোর জন্য জন্মান্তরের দহন—দহন।'

২৬
রেশম বাতাসে হাত রেখেও যে মানুষ এমন
চরম একা, তার আসলে এক জীবনে কী হবার আছে?
এমনই শুধোচ্ছি যখন নিজেকে নিজে,
ঘরের কোণে ঝুলে থাকা টিকটিকি
টিকটিক করে বললো—পুড়বি পুরো আয়ু
পিদিমের সলতের মতো মগ্ন আঁচে।

২৭
গহনে গোপনে মাই-লাই হত্যাকাণ্ড চলে প্রতি মুহূর্তে
তুমি আমার মস্তিষ্ক মনন হতে বিদায় নাও
শুধু উপায় বলো, আমি সরে যাই নিঃশর্তে।
বাসন্তী পবনে দহন, তারার আলো সেও জ্বালা
বরফ-শীতল জল কেটে কেটে ত্বকে প্রবেশিত
তবু ননিভন্ত সপ্তানল এ-বেলা ও-বেলা।
মানুষ ভালোবেসে সুখী হয়, হাস্যোজ্জ্বল মুখ—
আমি চৈত্রের খরাদগ্ধ ক্ষেত, বার মাস
ধু-ধু হু হু বুক।

২৮
উপশমের খোঁজে গিয়ে
কিনে আনি যন্ত্রণা
দেশলাই থেকে শুকনো বনে
দাবানলের সূচনা;
কী করে নেভাই?

২৯
দু চোখ জোড়া মরা কাটালে
দিলে জলজ ঢেউ
দুঃখ হয়েই থাকো তুমি
আমি নই তোমার
অতি আপন কেউ।

৩০
যন্ত্রণার নৌকায় আমি এক নীল নাবিক
সময়কে আরে-ঠারে কত বলি স্বস্তি দে ভাই
একটুসখানিক; সে মুখ ফিরিয়ে যায়,
আমাকে বলে—তুই জীবন টানবি ব্যথার বৈঠায়।

৩১
জন্তুর মতো ছিলাম
স্বপ্নহীন ঘুমের রাত
এখন আমার এতো স্বপ্ন
শুধু মনে হয়—আমি
মীনকন্যা, আপাদমস্তক
মিথুনের সৃষ্টি, তারই
কল্পনা সঞ্জাত।

৩২
চাইনিজ কুড়ালের মতো ধারালো রোদে
ধুঁকছে যখন রাজধানী শহর
তখনো আমার মনে চাঁদনি রাত, জোছনার
পসর। যে কেউ শুনলে পাগল ঠাউরাবে,
আমি কী করে বলি পাঁচ দিন পর তার সাথে
কথা হলো সবে! কবিতার কাঁখে তুচ্ছ
ছন্দমাত্রা, মনের ঘরে রুমঝুম নাচ,
দুঃখকে কচুরিপানার মতো দু হাতে সরিয়ে
নিজেকে বলি—'তোর সেইসব দিন শেষ,
একদিনের জন্য হলেও প্রচণ্ড বাঁচা বাঁচ্।'
স্বপ্ন-শব্দ-বাঁচা স-ও-ব তার তীর্থে মগ্ন
হলো নিঃসংকোচে; অভিমান গলে যায়
স্নেহমোমের আঁচে, অষ্টপ্রহর।

৩৩
উড়ে গেছে কবে যতনে রাখা
সেই বালিহাঁস, পড়ে আছে
পালক তার, নিয়ে গেছে
দু ডানায় আঁকা আমার স্বপ্নের
রুপোলী আকাশ।

৩৪
তিনি গৃহাভিমুখী হোন।
ভিন দেশের মাটিজল মেখে ভেবেছিলেন
ভুলবেন দেশে ফেলে আসা দুঃসময়ের
কাঁটাতার, মনের মাঝে ঘাঁই তোলা
আটলান্টিকের ওপারের সাময়িক সুহৃদকে।
কিছুই হয় না। তিনি দেশে ফেরেন,
এখানে রেখে গিয়েছিলেন পদতলে
এক মুঠো দুর্বাঘাস, সে যে কেড়ে নেবে
পূর্ণ আকাশ, বুকে চারিয়ে দেবে এমন
গোপন মহামারী, দুঃস্বপ্নেও পান নি
তার পূর্বাভাস। অগ্র-পশ্চাৎ মাথার বাইরে
রেখে তিনি তাই গৃহে ফেরেন ত্বরিৎ,
দু হাতে আলতো তুলে নেন সবুজ ঘাস,
ঘাসও তাকে পেয়ে নিজেকে দিয়ে দেয়
বাঁচার সুস্থ আশ্বাস, ইটচাপা হলুদের দিন শেষ...

৩৫
বালকেরা ভালোবাসে, যেমন করে আলতো ছন্দে
শিশির ঝরে দুর্বাঘাসে, তরুণেরা প্রেমে পড়ে
ঝা চকচকে বোধ, যে কোনো বাধাকে ওড়ায়
অবহেলার ফুৎকারে; ভালোবাসা-প্রেম গড়ে সংসার
প্রাত্যহিকতার তোপে সব রঙ উজাড়
'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি...'
হারায় এসব গানের কলি, হারায় না
বাজার, বাড়িভাড়া, বাচ্চার স্কুল বিবিধ হিসাব।

ভালোবাসা—প্রেমের ঘরে চার দেয়ালের কাব্য
প্রতিদিনের যাপন আদপে মহা-অভিশাপ।

৩৬
রূপকুমারী ডুব মেরেছে
চুপ হেনেছে, আমার বুকে শেল
ভালোবাসার পঞ্চমন্ত্র তার
মৌনতায় ফেল।

৩৭
সে ভালোবাসে চওড়া বুক, নাভি পর্যন্ত বোতাম খোলা
শার্টের উজ্জ্বল বুক; দাড়ি থাকলেও থাকতে পারে
চোখে রোদ-চশমা, হাবিব এন্ড পার্সোনার হেয়ার স্টাইল,
আমার শালপ্রাংশু দু বাহুর তুমুল আকুতিতে সে
ছুঁড়ে দিতে পারে বড়জোর 'আহারে!' মার্কা সহানুভূতির
স্মাইল। যদি বলি—চাই না ভাগাভাগি শয্যা, জোছনা-জ্বলা
সম উপভোগের রাত, সে বলবে—তবে কী চাও,
তোমার এগুলো কি নয় প্রেমের প্রলাপ! আমি সব পারি,
পারি না কেবল বলতে অদ্ভুত অনুভবের কম্পন মাত্রার
রিখটার স্কেল কত, জানাতে পারি না
কোনো অভিধান খুঁজে পাই নি এ সম্পর্কের নাম;
অথচ ইউনিক রিলেশনের আগুনে পুড়ছি অবিরত।
সে কি আমার দগ্ধ বুকের ছাইটুকু অন্তত নেবে?

৩৮
আমি তোমাকে 'অশ্লীল' ভালোবাসতে চাই
দেহ-ঘরের দেউড়ি ভাঙ্গা, কোথাও কোনো
আগল নাই।

৩৯
তোমার চিবুকে শেষ বিকেলের আলো
এপাশ থেকে ওপাশে খেলেই যাচ্ছে
আমি অনিষ্পন্ন ভালোবাসায় ন্যুব্জ হয়ে
দেখে যাই সেই খেলা, এলোমেলো ভাবনায়—
ঐ চিবুক কি কখনো আমার পাঁচ আঙ্গুলের সীমানায় আসবে?
তোমার-আমার মন কি ভুলেও এক তারেতে বাজবে?
আমি স্বপ্ন দেখার মুহূর্তটুকু ধরে রাখি বুকের ফ্রেমে গোপনে,
তুমি অনেক দূরে, নিবিড় আমাতে বেজে চলো
শান্তিতে-অগ্নিতে-গহনে, বিরতিহীন।

৪০
পায়ে পথ নেই
উলটো হাঁটা
কী করবো বলো!
কপাল ফাটা।

৪১
তোমার জলে আমার অথবা আমার জলে তোমার
হোক স্নান, আজ সব একাকার হয়ে যাক, শুধু
কান্না হোক দু চোখে অবিরাম। অগ্নি-জলে
বাজুক শুদ্ধতার শাঁখ, উলটে-পালটে কিম্ভূত হোক
আয়োজন, ধূলায় লুটাক বিশ্রাম। এ শুধু জলের রাত,
আমার চোখে তুমি, তোমাতে আমি, আমরা মাতি না
সঙ্গমলিপ্সায়, সম্পর্কের বাঁধ ভেঙ্গে অকস্মাৎ
পাহাড়ি ঢল এ কূল-ও কূল ভাসায়, টের পাও,
রূপকুমারী?

৪২
চোখ গেলো পথ চেয়ে
ফিরবে না তুমি মেয়ে?

৪৩
অশেষ পিপাসা
এরই নাম
ভা লো বা সা?

৪৪
ফাঁকা গ্লাস, ভরন্ত দেহ
দুজন দু দিকে
কারো নই কেহ
সেঁটে রই নিযুত ফারাকে

৪৫
দিনের শেষ আলোটুকু তার
কপোলের ডান পাশে, খুন হয়ে যাই
মানবী কেন এভাবে হাসে?

৪৬
চঞ্চল বুকে পাথর চাপো
মন আকাশে লেপে দাও
স্থায়ী মেঘের কালি

আমি বাড়ন্ত চালের মতো,
বয়স গড়ায়, নিতে পারি না
তারুণ্যের উন্মাদ আলিঝালি।

তোমার-আমার আকাশ ভিন্ন
আলাদা ঘুড়ি ও নাটাই
কোথায় দেই তোমাকে ঠাঁই?

আমি প্রাচীন দেবদারু
তুমি নবীন নারকোল শাঁখ
সেভাবেই বাঁচো, আমি যাই।

৪৭
কোথাও যেতে চাই নি—নীল ব্যথাকে সাদা করতে
যে মন্ত্র তা পেতে চেয়েছি জনারণ্যে।
কুরুক্ষেত্র দেখার সাধ ছিল না, গোধূলির কাছে
নির্বাসন দেই নি প্রেয়সীর তুমুল-আলো কপোল,
কারণ আমি গোধূলি দেখি নি, মায়ার শরীর,
বিন্দু ঘাম, কবিতার ছন্দে কামড়ে ধরা ওষ্ঠ,
নো-ম্যানস্ ল্যান্ড, জনস্রোতে তোমার একাকিত্ব...
কিছুই দেখতে চাই নি বলে আমি মনের ঘরে
দিয়ে তালা বলেছি 'কোথাও যেতে চাই না।'
তোমার পায়ের কাছে বসবো বলে বন্ধ করেছি
সবকটা কপাট, নীরবতাকে মেনেছি দর্শক—
তোমার সুন্দরে জাগবো আমি পাঁচ মহাদেশের
কাতরতায়, স্মৃতির মধ্যে স্মৃতি, সে তুমি—আমাকে
জ্বালাও মশালের মতো; দেখতে দাও দূরত্বটুকু।
আমি বুঝে-শুনে লাফ দেই...

৪৮
কমল নামছে তোমার বুকে, ছিপছিপে আঁধারের স্পেসশিপে ভর করে।
তুমি তাকালেই বিদ্যুৎ তরঙ্গায়িত হবে পৃথিবীপৃষ্ঠে; তোমার জন্যে
হে নারী, জিউস থেকে কৃষ্ণ, রোমিও-ফরহাদ সবাই স্থান পেয়েছে
প্রেমের ইতিহাসে। মৃত্যু-বিরহ-প্রতারণাকে ধরেছে নির্দ্বিধায় দু'ওষ্ঠে।
তবু তোমার দাবি তুমি অবলা, তোমাকে দেয়া হয় অবহেলা—করো
এমনও অভিযোগ; তুমি না থাকলে কাগজ সাদা, কলম কালি বুকে নিয়ে
বন্ধ্যাত্বের কারণে করতো শোক। তুমি জন্ম, তুমি প্রেম, তুমিই মৃত্যু
ওহে নারী, তোমাতেই সব বীজ, তোমাকে সকল দেবতার একমাত্র
দেবী মানি।

৪৯
এমনিই ঘায়েল আছি ভেতরে বাহিরে
অমন রূপ আর ছড়িও না
ভেতর কাঁপে না পাবার হাহাকারে।

৫০
কমলাভ সূর্য, তোমার দীপ্র গালের টোল
সব মিলে মিশে একাকার, দূরে থাকি
তবু মন আমার জ্বলে-পুড়ে ছারখার।

৫১
'ঢাকা' শহর 'খোলা' তোমাকে দেখে,
কিছু হয় না। শুধু আমাকে
ব্র্যাকেটে রেখে চলছো, এই
হেলা প্রাণে সয় না।

৫২
এলে, গেলে না দিয়ে সেকেন্ডেরও দেখা,
শোক করি না, আমি তো জন্মান্ধের মতো
জনমভরই একা।

৫৩
তোমাকে চেয়ে শূন্যে ভাসাই সার
তুমি থাকো অসহ্য দূরত্বে, এদিকে
আমি হারিয়েছি পারাবার।

৫৪
একবার ডাকো, মুখে ফেনা তুলে বকো
দেখো আমি দস্যু থেকে কেমন
দরবেশ বনে যাই, তোমার প্রশস্ত বুকে
নেই আশ্বস্তের ঠাঁই।

৫৫
রূপকুমারীর রূপের পসরায়
বর্ষা এলো পেখম মেলে
বৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে যায়
সে চলে আমাকে পেছনে ফেলে।

৫৬
তেপান্তরের মাঠ, বুড়ি ডাইনির জাদু, মায়ের বিস্তৃত স্নেহময় বুক
সব তুচ্ছ করে এই যে তোমার কাছে ছুটে যাওয়া, সবশেষে
কী পাওয়া বলো তো!—সেই সুরার আমি, আমার সুরা,
নবনির্মাণের লোভ দেখিয়ে তুমি ঠিকই বাঁচছো
আমাকে ছাড়া!

৫৭
ভ্রান্তির চক্রে যখন আটক সময়, সাথে রুদ্ধ আমার সত্তা
তখন মৌন মোনাজাতে বলেছি, 'ঈশ্বর স্বস্তি দাও। আর কিছু না।'
কোকুন ভেঙ্গে শুঁয়োপোকা উড়ে গেছে প্রজাপতি জন্মের আকাঙ্ক্ষায়,
কাকও পায় নি কোকিলের বাসা। দূর পৃথিবীর পরতে পরতে
বর্ণিল মানুষের চকচকে স্বপ্নেরা আজও ঝুলে আছে অ-সহায়।
সব দেখেশুনেও আমার কখনো লোভ হয় নি।
ঘোলাটে জলে সূর্যের অস্তকে ভেবেছি স্রষ্টার অপার মহিমা।
এতো অল্পতে তুষ্ট আমাকে কি সামান্য (!) স্বস্তির মন্ত্রটুকু
জানাতে পারে না আকাশে থাকা মহাতান্ত্রিক! জানলে,
গোপন বিলাপ পেছনে ফেলে সটান হেঁটে যেতাম
স্বপ্নের সিংহদরজায়, বিলক্ষণ।

৫৮
ঘোর সঙ্কটেও ঈশ্বরকে ডাকি নি, বলি নি 'মা, আমাকে বাঁচাও'
কোনো প্রেমাস্পদ বা বন্ধুর শরণাপন্ন হই নি
তুমুল ধ্বংসের মাঝে, বিতৃষ্ণার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে
আমি যার আশ্রয় চেয়েছি, সে তোমার।
তোমার সাথে আমার অনির্ণিত সম্পর্কের সমীকরণ জেনেও
তোমাতেই সমর্পিত হই বারেবার অসঙ্কোচে
কারণ যখন যেভাবে তোমাকে চাই তুমি সেভাবেই
ভাবনায় নাও ঠাঁই; বাঁধা পড়ো নি
সম্বন্ধের নানাবিধ ছাঁচে, প্রকাশ্যে-গোপনে আমার
মনন তাই ভর দিয়ে চলে 'তুমি' নামক জীবন্ত ক্রাচে।

৫৯
অবাক স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে কী যেন হারিয়েছি
আমার ঘুড়ি সাঁই বাতাসে আর ওড়ে না
তার ভাঁজে ভাঁজে শুধুই জল;
চেনা আকাশ হারানোর আশঙ্কায় মাঞ্জা দেয়া সুতাও,
নাটাই হাতে নেবার ভরসা দেয় না।
লোকে বলে এই নাকি দস্তুর—মেয়ে বড় হলে তার উড়বার
সাধ নির্ধারিত হবে পরের বাড়ির মর্জি অনুযায়ী।
কোনো কালে মানে নি যে ইচ্ছের ডানার সীমানা,
তাকে বেঁধে দেয় সমাজ শৃঙ্খল, নিষেধের বিবিধ টাল-বাহানা।
'স্বাধীনতা' শব্দটি সে তখন 'অবাক' বোধে শোনে; 'অবাক স্বাধীনতা'
নিভৃতে মৃত্যু প্রহর গোনে। এ-কা ,ক ঠি ন তুষারে হৃদয় পেতে...

৬০
ও চোখে আঁধার-মেঘ-ঘন-কালো
এ চোখে আলো-বৃষ্টি-তরল-সাদা
রোদ, জমকালো

ও হাতে প্রাচীন পুঁথি-সংস্কার-সহন
এ হাতে নব্য কিতাব-মুক্ত-ন-শাসন

ও বুকে গোপন ভালোবাসার আভাস
এ বুকে 'তোমাকে চাই' জনসমক্ষে

ও মনে না বলা কথা, বুদ্বুদ ফানুস
এ মনে কথা একটাই 'তুমি আমার মনের মানুষ'

'ও' কি গ্রহণ করবে 'এ' কে?
'এ' পালটাবে, নাকি বদলাবে 'ও'?
উত্তর নেই কোনো।

৬১
বাস্তবতা বিহ্বল হয় তার আগমনে, সে দশ দিগন্তের হাওয়া
তাকে বসতে দেবো কোন ভদ্রাসনে?—ঠোঁটে, স্তনে, নাভিতে
না তারও নিচে? যেখানে চায় সে বসুক, শুধু আসুক;
তার পথ চেয়ে আমার প্রতিটা দিন ক্লীশে থেকে ক্লীশেতর,
সে নির্বিকার। বন্ধ করতে পারি না ভালোবাসার অর্ঘ্য, অভ্রদান
অথচ তার প্রাপ্তি ঘৃণার দহন। তাকে ভেবে রাত রাত জেগে
আমি গলে যাই...এভাবেই চলছে দুঃখী বালিকার অসম্ভব
প্রেমকাহন...

৬২
হাত রেখেছি পদতলে লালগালিচা সংবর্ধনা দিতে পারবো না বলে
আহত হাত নির্জনই থাকবে, যদি তুমি তাকে এড়াও
সেই দুর্বার কৌশলে, উপেক্ষার ছলে।

৬৩
'মানায় না গো মানায় না'—এ কথা আমি মোটামুটি জন্মাবধি শুনে আসছি।
আমাকে পুরুষের পাশে, নারীর পাশে, এমনকি পোষা বিড়ালের পাশেও
নাকি উদ্ভট লাগে। সালোয়ার-কামিজ আমার সাথে যায় না, শার্ট-প্যান্টে
লাগে উগ্র—এসব শুনে আমি কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলাম—শাড়ি যে
পরে সামলাতে পারি না! মুখঝামটাসহ উত্তর এসেছিল—'ন্যাংটো থেকে
দেখতে পারো!'
নগ্নতাও কি আমাকে মানাবে?—এই ভেবে ফের বিভ্রান্ত হই।
সিগারেট ধরালে—আহা, অমন লালটুকটুক ঠোঁটে আগুন! বড্ড বেমানান।
সুরাতে দিলে জিভ্, ইশ্, এমন নিষ্পাপ মুখশ্রীতে মদিরা!—একদম না।
কূল-কিনারাবিহীন আমি খুঁজতে খুঁজতে উত্তর 'না মানানোর',
পেয়েছি একটা সত্য—আমি বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত পূরণ করি নি—
নারী হয়েছি, পুরুষ হয়েছি কিন্তু মানুষ হই নি। তাই আমাকে
কিছুই মানায় না; ভেঙ্গে পড়া আমাকে আলগোছে বলি—
'সহে না যাতনা', তবু সয়ে যাই...

৬৪
ভালোবেসে মরে যেতে চাই শুধু একবার
বন্ধ করো না আজ তোমার বারান্দার
দখিন দুয়ার; আমি সেখানে যাবো
দস্যুতার সবটুকু নির্যাস তোমাকে দিয়ে
মেটাবো এই অপরিমেয় হাহাকার।

৬৫
ভালোবাসা মানেই দূ-র
পাশে থাকে দুঃখ-বিরহ
সুরের বদলে অ-সুর।

৬৬
২১শে জুলাই দিদিয়ার ফোন
পূর্ণিমা দর্শন,একাকী রিক্‌শায়
২২-এ ইউনিভার্সিটি, ফিলজফি, গেট টুগেদার
২২-এ শাবানার বাসা, তানিয়া, প্রেম, ইয়ামিন
২২-এ নাসরীন
২২-এ অযাচিত প্রেমের উত্তুঙ্গ আক্রমণ, জিভে
দরজা খোলার চেষ্টা, আমি নির্বিকার, অভিনয়
ভাব নেই এমন যেন ভা-ঙ্গ-ন, এই ক্ষীণ দেহে
আর না যায় সহন
২২-এ দিদিয়া আমার প্রার্থনায়, জিভের নিচে
নিঃশব্দ উচ্চারণ—'দিদিয়া, আমাকে বাঁচাও
এই মাকড়সা-স্পর্শের হাত থেকে'
২২-এ আমি অভিনয়ে অভিনয়ে জেরবার
ধরা খাবার ভয়ে কম্পনাক্রান্ত দেহসম্ভার
সিগারেট পোড়ে, হুইস্কির গ্লাস টালমাতাল
২২-এ ই ভদ্‌কায় ডুবিয়ে শুক্রবার, আমি
ঈশ্বরের কাছে নতজানু হই—
মন্ত্র বলো নিঃশর্ত ঘুমে মগ্ন হবার।

৬৭
এভাবেই ঝুলন্ত সেতুর উপর আমাদের সম্পর্ক
ইলেকট্রিক তারে বসা কাকের মতো নিরতিশয়
যাযাবর ছোঁয়া-না-ছোঁয়ায় দিনযাপন
শত শত ঘণ্টা পেরোনো 'হ্যালো'তে জানান দেয়া
ভুলি নি—মরি নি, মনে রেখো 'অস্ফূট গোলাপদল'

স্লেটের লেখার মতো ভুলতে চাই যে আঙরাখা রং
সে মেঘের বর্ষণ শেষে আকাশজোড়া রংধনু
সুস্পষ্ট—সাজে—বিক্রম তেজে প্রকাশিত
নিজেকে এখন মনে হয় দুঃখবাদী সং; মনে রাখবো
ভুলে যাবো, আলতাপরা দিন, ইস্পাত-কম্পন?

৬৮
একত্রবাস হবে না
হবে রুটিন সহবাস
উড়নচণ্ডী ঘূর্ণিতে কী করে
হবে ভালোবাসার চাষবাস?

৬৯
বালিঘড়িতে সময় নামছে পতনের দিকে
বিড়াল দিয়ে ধার থাবাতে ভাবছে
যদি ছেঁড়ে ভাগ্যের শিকে!
তখন তোমার রসভাণ্ডার
শুধুই আমার, ইসাবেলা।

৭০
খয়েরি স্তনবৃন্তে যুগের ছায়া ঘেঁষেছে
কামনা সরিয়ে সেখানে জমছে
স্নেহের ঝিরিধারা টুপটাপ,
তাতেই সমর্পিত সমাপ্তি চুম্বন
ভালোবাসাকে জেনেছি,
গৌণ পুণ্য পাপ।

৭১
এখন সময় তোমার উত্তাপে নিজেকে সেঁকবার
জ্বেলো না কৃত্রিম বাতি থাকুক জড়াজড়ি অন্ধকার

৭২
সবুজ চোখে উলঙ্গ ঝাঁপ
সুখী করে, মুছে যায়
একজনমে জমা পাপ

৭৩
দশ কোণে তোমার ছায়া
পড়ছে অহর্নিশ
তবু বলবে পাচ্ছো না
আমার মনের হদিস?

৭৪
ক্লান্ত কন্যা ঘুমাও চুপ ঘুম
নিশ্চিন্তে
তোমার জন্যে আত্মা রেখেছি
স্রষ্টার পায়ে
অনন্তে

৭৫
যেতে চাও?
যাবে।
দূর বৈদেশে
আমাকে কি
পাবে?

৭৬
ভরা কুঁচে সজল ধারা
আমি তো দিশেহারা

৭৭
মেঘের ফাঁকে চাঁদের চৌর্যবৃত্তি
হে ইসাবেলা, মনে থাকবে
মধুরাতের কীর্তি!

৭৮
দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে
যাই না কতদিন সাদা বৃষ্টিতে ভেসে

৭৯
সর্বাঙ্গে কাঁটা অসহ্য দহন
হে ইসাবেলা আমি শরশয্যায়
তুমি আসবে কখন?

৮০
মাথায় এখন কালোপট্টি, নেই সামরিক ক্যাপ
চোখে কালে কালে চশমা, এই আমাদের 'র‍্যাব'

৮১
কচুরিপানা - শ্যাওলা - অন্ধকার
সরাতে সরাতে দিন শেষ
পেলাম না স্বচ্ছ জল
আমার আর হলো না দেখা তোমার
অ-ত-ল

৮২
তোমার আদরের 'ছোটপাখি' পুরো দিন
ডানা ঝাপ্টেছে একটু উড়বে বলে
তোমারই দেখানো আকাশ সীমায়
সকাল-দুপুর-বিকেল গড়িয়ে এখন
গভীর রাত, দু'ডানায় শুধু কাঁটার
তীব্র জ্বালা- অমানবিক শহরে
এপথ ওপথ সব রুদ্ধ, হয়নি
ওড়া তোমার সাথে নীলে, ঘুমন্ত
অজগরের মতো বেদনা চেপে
'ছোটপাখি' পড়ে আছে নিঃসাড়ে।

৮৩
ঠোঁটের নীচে চিড়িক চিড়িক দুঃখ
বুকের থলিতে দুশ্চিন্তার কালো পাথর
মুখর জমায়েতে মৌনতার বিষ কর্কটের মতো
দংশে থেকে থেকে। শরতের শার্সিতে তাপের
মুখ রেখে সারাটা দিন আমি অপেক্ষা করেছি
ধূলোমাখা তোমার দু'পায়ের। শত শত
পায়ের প্যারেড ব্যস্ত সড়কে, তুমি অনুপস্থিত।
বৃষ্টির সিম্ফোনি, তপ্ত মাটি-জলের সঙ্গম আশ্লেষ
খুঁটে খুঁটে দেখে চোখ ঢাকলাম; রাশিফলে গোলমাল,
আজকেও হলো না দেখা, চায়ের কাপের হাতল
ওভাবেই পড়ে রইলো ফাঁকা, একা - কার্নিশে দোলে
দী-র্ঘ পথ চাওয়ার, ক্লান্ত শ্বাস।

৮৪
রাস্তার খানা-খন্দ-নোংরা-কাদা, রিকশাওয়ালার অহেতুক চালবাজি
কিছুই আমাকে ছোঁয় না; ঝড়ে- নিম্নচাপে ধুঁকছে এমন শহর,
পাঁচ হাজার মানুষ মারা যাবার মর্মান্তিক শোক, আমার ফাঁকা
মস্তিষ্কে প্রবেশ করবার কোন রাস্তা পায় না। আমার কোষে- কোষে,

নখের ডগায়, অবাধ্য চুলে, কর্ণমূলে, স্পর্শ পৌঁছায় এমন সব স্থানে
'তুমি' জুড়ে থাকো ইসাবেলা। তোমাকে না পাবার সুনিশ্চিত বার্তা
প্যারালাইজড মনে পাথর চাপ সৃষ্টি করে রাখে সবটা সময়।
এ জানা আমাকে ক্ষয়রোগীর মতো আক্রান্ত-আর্ত করার কথা,
করে না। কারণ তুমি আমাকে একবার ছুঁয়েছো ঝটিতি শহরের
রাস্তায়, চকিত চুম্বনে; সেই ঠোঁট আমাকে বলেছে : বাঁধার-সমাজের
এত সহস্র সঙ্গীন না থাকলে তুমি আমাকে ঠিক ঠিক স্বীকৃতি দিতে।
এই বোধকে অবলম্বন করে না হয় বাঁচলাম বাকীটা আয়ু।
অনুভূতির সমূল বিনাশ তো কেউ করতে পারবে না!

৮৫
আগুন জিভে শিশির উবে যায়
আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটে না ঐ অল্পজলে।
অধরে, সুধাবৃন্তে, নাভিতে, আরও
গহনে গভীর নলকূপ স্থাপনের অভিলাষে
চলতে থাকি, এই চলা যেন শেষ হবার নয়-
এমনটাই যখন নিশ্চিত তখন তুমি একলপ্তে
আমার অস্থিরতাকে চুমুকে শুষে নাও
কি অবারিত স্নেহ!
ঝড় শান্ত হয়,অগ্নিকৃপাণ গুটিয়ে থিতু হই
দেখি তোমার অবাক জলপান।

৮৬
মনের এই ভেজা হাওয়া তুমি টের পাও
একটু ও চাইনি। তানা না না করে এড়াতে চেয়েছি
'মন ভালো নেই' প্রসঙ্গ। বিরতিহীন লোডশেডিং,
গাছের পাতা না নড়া অন্ধকার, ঝিরির মতো স্বেদ,
অস্বস্তি, অশান্তি তালগোল পাকিয়ে শরীরটাকে
কাবু করতেই তোমার অবহেলায় ক্যাচ্ কট্ তারপর
বোল্ডআউট; সত্যি আজ খুব ইচ্ছে ছিল
তোমার দশ আঙ্গুল আঁকড়ে গল্প করব, শুনব-
একাকীত্বের বাদাম খোলস ভেঙ্গে খোসা তোমার ফুঁ তে
ওড়াবো নৈঋতে। হলো না ইসাবেলা।
ব্যস্ততার রিলে রেসে ব্যাটন হাতে চলছি তো চলছি-ই।
তুমি-আমি অনির্ণেয় ফ্যাদমের ভালোবাসা নিয়ে ও
দিনে দিনে ধূসর চালচিত্র হয়ে যাচ্ছি একে অন্যের কাছে,
রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। তাপরও জানতে সাধ হয়-
হে ইসাবেলা, তুমি আবার আসবে কবে? অভিসারে,
চুপি, চুপি, চুপিসারে?

৮৭
পাশে কেউ নেই, বরফ শীতল শয্যা, রাত স্বপ্নে
তুমি 'ইসাবেলা' দিনের পর দিন।
তোমার কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষা দূরালাপনীতে,
কষ্টের নীল বিছানা - এসবই সহনীয় অনেক চর্চায়।
ভোরের চায়ের কাপে দৈনিক পত্রিকা সহযোগে
আমার অপেক্ষা আজকাল একটি সুসংবাদের-
মৃত্যু না, দুর্ঘটনা না, এসিড না, ধর্ষণ না,
বিদ্যুৎ বিরতি,পানীয় জলের অপ্রতুলতা,
বন্ধ হয়ে থাকা ভার্সিটির ছাত্রের আর্ত চিঠির না,
রাজনৈতিক খেয়োখেয়ির না;
আমার প্রতীক্ষা শুধু একটি নির্মল দিনের
যে দিন প্রকাশ্য রোদে তোমাকে চুম্বনের দায়ে
আমি দন্ডিত হব। এটাই হবে ঐদিনের পত্রিকাগুলোর
প্রধান শিরোনাম। সেদিন অপ্রেমের বদলে প্রেম,
রূঢ়তার হাঁসুলীর বিনিময়ে কাঁকন বাজবে রিনঝিন।
ইসাবেলা, তোমার দেয়া নূপুরে তুষার জমাট অদেখায়
কাছে আসো,দেখো কিভাবে বাজি ঝিনচাক্
সুরের মূর্ছনায়...

৮৮
গ্রীনহাউজ ইফেক্টে ভোগা পৃথিবীর উষ্ণতা
তখন দুপুরের গলায় অস্বস্তির ভারী হারের মতো ঝুলে আছে।
পাওয়ার কাট্, আমার কিছু করার নেই শূকরের জাতভাই/ বোন
হয়ে ঘামানো ছাড়া। ওমা! তারপর সব লাগ্ ভেল্কি লাগ্-
দুড়দাড় তোমার ঘরে ঢোকা, সাথে সাথে ফ্যান ঘুরে উঠলো,
হুমহাম করে তুমি দরোজা-জানালা বন্ধ করে আমার মুখোমুখি।
আমি দেখলাম ঝলসানো দুপুর কেমন তোমার পায়ের কাছে
ফণা নামিয়ে ফেললো, বিকেল চরকি ঘোরান খেয়ে
তোমার ছায়ায় মিলেমিশে সহোদরা, তাপ কমলো।
সন্ধ্যার গায়ে পিঠ দিয়ে আমরা ভাঙ্গলাম আড়মোড়া।
বিদ্যুৎ চোখে দেখলাম ভারী হার কেমন সুইট লকেট হয়ে
ঝুলে আছে তোমার বুকের জমিনে, আদরের চেইনে!

৮৯
ঠান্ডা নক্ষত্রের মতো জমে থাকা বিষাদে
বিরহী রাত নাইকুন্ডলীতে দিয়ে ঝাঁপ
ভুলতে চায় আদি জনমের স্তূপীকৃত পাপ

৯০
চুমু খাও চুমু নাও গো কন্যা
তুমি মানেই আদরের বন্যা
লোকের বলাতে কি যায় আসে!
আমার নাও 'ইসাবেলা' সমুদ্দুরে
ঠিক ঠিক নির্ভীক ভাসে।

৯১
ওহ্, ব্লাডি মেরি! আমি বাঙাল হার্ড ড্রিংকসের অতশত কি জানি!
হুইস্কিতে জল ঢেলে একটু বরফ, ব্যস্, এই আমার সুরা যাত্রা।
আমাকে ওড়ালো স্মির্নঅফ, চিলি-সস, গোলমরিচ, লেবু, লবণ,
ঠান্ডাজল, বরফ প্লাস টমেটো জুস- কি রেসিপি ভদকার!
তারপর তো সফট কিক্, দ্যান কিকের পর কিক। হে তুমি কি
ম্যাজিক জানো, মন সাফাই? তোমার সাথে তুমুল অপছন্দের
ভদকাকেও আমি কেমন আপন করলাম - ভেবে অবাক হই।

৯২
অত গভীরে আর কি আছে পাবার?
যেতে যেতে দেখি অকূল পাথার।
তারপর তো ভূমিকম্প এবং কম্পন
নিজের শিশিরে মাখামাখি তুমি
চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়লে কখন?

৯৩
পোড়া হরিণের শিং এ আছে কি সেই ধার,
ধূপগন্ধী রাতে এতদূরে যদি থাকো
আমি তাহলে কার?

৯৪
একক ভুবন
দুজন
তবু এক
চারঠোঁট
চু
চুম্বন

৯৫
তোমার দশ আমার
আমার দশ তোমার
হিসাবী কারবার
এ আসলে কৌশল
হাতে হাত রাখবার

৯৬
লোডশেডিং ভালো লাগে ঐসব রাতে
তুমি সব আড়াল করে আদর হানো
চকিতে। মাঝে মাঝে তাই বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে
স্বাগত জানাই, আঁধার মানেই ঠোঁটে ঠোঁট
সেঁটে যাওয়া মধুর ফাঁস,
গোপন চুম্বনের মায়াময় উপন্যাস।

৯৭
একমুঠো অবসরে বিভ্রান্ত ঘুম
চমকে বসি মরা বিকেলের আলোয়।
আমার মাথা নত হয়ে আসে-
অথচ এই আমি কখনো মাথা ঝোঁকাই না,
জানি এটা গর্হিত দোষ (!)।
ন্যূব্জ হইনি বলে স্কুলে মোল্লাতন্ত্রবাদী শিক্ষকরা
আমকে ভালোবাসেনি
আপোস করতে জানি না বলে হতে পারিনি
ডাকসাইটে নেত্রী। জীবিকার খেলায় বসের হতে পারিনি
প্রিয়পাত্রী। সংসারের হিসাব-নিকাশে কেউ বলেনি
'আহ্, মেয়েটা বড্ড ভালো, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা কয়'
শুনেছি খুব বেয়াড়া, উদ্ধত, চোকে চোখ রেখে কথা বলে,

যেন বা যুধিষ্ঠিরের নানী!
সেই আমার মনের মস্তিষ্ক হঠাৎই ঝুঁকে গেল তোমার কাছে-
ঈশ্বর. আমি যে স্বপ্নে ইসাবেলাকে পেয়েছি ঐ বিকেলে।
কেউ কি নিজের দেখা পায়?

৯৮
নিলাম- তোমার তাপ ফুটে থাকা ত্বকের জ্বর,
ক্লান্ত হৃৎযন্ত্রের বেদনা সেও নিতে কোন আপত্তি নাই।
এই জঙ্গুলে দেশে ভালো মানুষের দারুণ মঙ্গা-
তোমাকে প্রয়োজন সুচেতনা ইসাবেলা;
সুস্থ হও কাটিয়ে অসুস্থতার সংঘাত।

৯৯
বৈশাখী পূর্ণিমাতে মানবতার মৃত্যু দেখে
আর কেউ করবে না গৃহত্যাগ। হারিয়ে গেছে
কপিলাবস্তুর সেইসব দিন। এখন
সবই আমার-তোমার টানে হয়ে গেছে ভাগ।
ধার্মিক নেই ধর্ম আছে, তা-ই অনেকে নির্বিকার বেচে
গুছিয়ে নিচ্ছে আখের বেশ। কেউ নেই ভালোবেসে
ড়্গাড়িয়ে দেবে একখানি হাত, যা ধরে
আবার শান্তির পায়রা উড়বে নির্বিবাদ
এই প্রেমহীন পৃথিবীতে।

১০০
চেয়ে আছি মরা মাছের চোখ মেলে শূন্য আকাশে
গৌরবহীন হৃদয় কাঁপে সর্বস্বান্ত হবার ত্রাসে-
বিধিবদ্ধ সংবিধান, ক্ষমতার সরোবরে ঘাটের মড়া
সাঁতড়ে বেড়ায়, দিয়েছি এক চিমটি চিনি শান্ত গ্রামে
পিঁপড়েরা খুঁটে খায়, শয়তান অলখে হাসে।
আমরা হেঁটে চলি ব্যক্তিগত পরাভবের অর্বাচনি গন্তব্যে
সমুখে সমূহ পতন জেনেও।

## উৎস

আমি ব্যথার উৎসের কাছে যাব
খাঁজকাটা বুকে তার সবকটা রূপ
খুঁজে নেব
ব্যথার উৎসের কাছে যাব।

যেখানে ভেঙ্গেছে আমার স্বপ্ন, মথিত
হয়েছে ভালোবাসার গোপন শ্লোক
সে কথা পুনরায় শুদ্ধ করে লিখব—
আমি ব্যথার উৎসের কাছে যাব।

বাতাসের কাছে গচ্ছিত রেখে
হাহাকার, শূন্যতার বর্বর ইতিহাস
ডালিমকুমারের মতো সাত-সমুদ্র
পেরিয়ে ব্যথার উৎসের কাছে যাব;

কারণ আমি জেনেছি নিশ্চিত, তুমিই
আমার ব্যথা, উৎসে তোমাকে পাব।

## 'তুমি'গ্রস্ত

রঙিন মেঘমালায় এমন ধূসর দুর্বিপাক
চোখের নিমিষে জড়িয়ে যাবে জানলে
আমি কখনো খুলতাম না হৃদয় কোলাজ।
তোমাকে নিয়ে আমার যে চিত্র তা থাকতো
মৌন খেলা হিসেবেই। এখন তুমি নির্বিঘ্নে
আমার নদীসম দুঃখে দিয়ে দাও নুনের ছিটা,
আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমুদ্র।
তোমার দেয়া অনুভবের পাহাড়ে শুধু চড়াই যায়
তারপর সমূহ পতন—
আমি ছিলাম নির্জন গুহায় বসে ডাকা এক
উচ্ছ্বসিত পাখি, তুমিই দিয়েছিলে নৈকট্যের
ঝলমলে রাখী, তাতে আশ্বস্ত হয়ে আমার ভালোবাসার
ব্যাকুল রথ নির্দ্বিধায় স্বপ্নে করেছে প্রোথিত তার চাকা।
আমাকে উন্মূলিত করে তুমি কেন এভাবে
উপেক্ষার আবাহনে ছেঁটে দাও তোমাতে মগ্ন

আমার বোধের সব কটি শাখা?
আমার আয়োজন প্রশ্নাতীত, তোমার অবহেলায়
ধারাবাহিক ব্যর্থ মনোরথ।
পেছনে স্মৃতির অস্ত, সম্মুখের 'আমি' পুরোটাই
'তুমি'গ্রস্ত, কোথাও আর নতুন করে
যেতে চাই না, আমাকে তুমি ফেরাও,
কাছে ডেকে নাও।

## তোর 'না'-তে বাঁচি

এখন বড্ড খারাপ সময়, বড় বেশি 'না'-তে বাঁচি আজকাল।
বুকের ব্যথা কেউ জানতে চায় না, কিছু না শুনেই
ব্যস্ত স্পেশালিস্টের মতো বলে দেয়, 'সময়ে হয়ে যাবে
সব কষ্টের অবসান।' এখন খুব একা থাকা, নির্জন মন
ফাঁকা ফাঁকা...শন্‌পাপড়ির মতো মোলায়েম দুঃখ এ জীবনে আর
দেবে না দেখা; ইদানীং স-ও-ব বড় বেশি নিরেট—জমাট
এমনকি কষ্টও, কষ্টের ঠোঁটের কোণে ঘা,
বুকের ঘাসে মাছি, কষ্ট কেবল জাপ্টে ধরে—
দেখে যা 'ভালোবাসা', আমি কেমন করে তোর 'না'-তে বাঁচি...

## সে এক নারী

সে এক নারী, তাকে বাজাবে তেমন যন্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে এই রুগ্ন শহরে,
দাড়িটুপির ভণ্ডামির দেশে? সে এক নারী, তার সর্বাঙ্গে শুদ্ধতা জড়ানো
ভোরের মতো কোমল, কথার মাঝে খেলা করে অমলিন বিভা;
তাকে দেখলেই মনে পড়ে পালটানো কালের কবিতা, যা ছিপছিপে ঋজু
অথচ আধুনিকতায় হার মানায় আজ ও আগামীকে; তেমনই তার ভাষার বিপব,
সে এক নারী, আধুনিক-স্মার্ট তথাপি শালীন, তাকে গ্রহণ করবে স্বমর্যাদায়,
কোথায় পাওয়া যাবে তেমন পুরুষ, কুলীন! তার নৈঃসঙ্গ্য-গাথায় থাকে
নিয়ন্ত্রিত বিষণ্নতা
সেই মেদুরতায় পথ হারায় পোড়া মাটি, ধূলি, এমনকি হেমন্তের উড়ন্ত উদাসী পাতা।

## স্থায়ী নির্বাসন

'তুমি-আমি'
কল্পকথার ছবি আঁকি অথচ সবটাই
তোমার দেয়া উত্তাপে মরুভূমি

থেমে গেলে
সূর্যের ঠোঁটে রাখা এই ঊষর দিন
জানি গ্রীষ্ম সরে বর্ষা আসবে পেখম মেলে

ভাবি উন্মনে
বর্ষার উদোম ঝরঝর ধারায় ধুয়ে
আমাকে পাঠাবে তুমি স্থায়ী নির্বাসনে।

## বাউণ্ডুলে, প্রেমে পড়লে...

উড়ুখুড়ো চুল, ক্রম-হ্রাসমান দেহভার
অনিদ্রার বিশ্বচিত্র দু চোখের কোলে
লোকে দশ আঙ্গুল দু হাত উঁচিয়ে
বলছে, 'তুই তো প্রেমে পড়েছিস্ বাউণ্ডুলে!'

এক হাত নামানো আরেক আস্তিন গোটানো
মাইনাস টু'র চশমা, ঝলসানো গৌরবর্ণ
জিরাফের গ্রীবা, দশ দিগন্তে মেলে কর্ণ কুকুরের
মানুষটা খুঁজছে, অপ্রাপ্তিতে চুপসানো।

'প্রেম' তুমি কে, ঠিক কত বড়? তুমিও কি
হুশহাশ ফুচকা, চটপটি, ঝটিতি রিক্‌শা
চকাশ চুমুর কেউ, ঝালে জল গড়ানো
গ্রীষ্মে হঠাৎ আসা বর্ষার দোলা ঢেউ?

আমি তোমাকে খুঁজছি প্রেম তীব্র ঘোরে
পেলেও কথা দিলাম বাঁধব না 'বাহুডোরে'।

## অগ্নির জন্যে প্রার্থনা

একটাই তো মানুষ আমি, আমাকে আর কত
কাটবে, কত বাঁধবে এমন ভীষণ খড়্গে, শিকলে?
‘ঐখানে যায় না নারী, তাকিয়ো না চোখ মেলে।’
আমি অদেখার অতৃপ্ত ক্ষুধায় ভুগি দীর্ঘ দীর্ঘ দিন।
তারপর মেনে নেই।
‘অমুক তো অন্য ধর্মের, তাকে ভালোবাসার কথা
ভাবাও পাপ।’
মুচড়ানো হৃদয়ের সুর-মিড় সব বরফে ঢেকে যায়।
এভাবে ধর্ম কাটে, সমাজ একটু একটু করে আমার
দৈর্ঘ্য ছাঁটে। শেষে পড়ে রয় আমার খণ্ডিত সত্তা।
আয়ু আবৃত করে বিবিধ তুষার ঝরে এক জীবন,
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করি
হে আমার খাণ্ডবদাহন—
সব পুড়িয়ে, ভস্ম করে আমাকে তুমি দাও নব জনম।

## স্বপ্নাক্রান্ত

দু ফোঁটা জল ফেলো তাও আমি চাই নি;
করুণায় আর্দ্র হয়ে টেনে নাও আমার শালপ্রাংশু বাহু
এমন কাঙ্ক্ষা ছিল না কস্মিনকালেও।
আমি শুধু তোমার ঠাসবুনট ব্যক্তিত্বে
আমার অগোছালো স্বভাবকে গচ্ছিত রেখে
আত্মবিশ্বাসে মগ্ন হতে চেয়েছি বিনা দ্বিধায়।
আমার চাওয়া-না-চাওয়ায় তোমার
কিস্‌সু যায় আসে না এ ভালোই জানা,
তথাপি তোমার আকাশে মেলে চলি ধীরে
স্বপ্নাক্রান্ত পাখির ইচ্ছুক, অর্বাচীন ডানা।

## পালটায় নারী, বাহারি

নারী বদলে যায়। নারী কত ভঙ্গিমায় ধায়। শৈশবের টলমল পা।
বালিকার দুরন্ত পায়ে ইচিং-বিচিং-চিচিং-চা, প্রজাপতি উড়েই যায়। গোল্লাছুট।
দৌড়, কাঁচা আম হাতে দৌড়, শিউলি কুড়াতে কুয়াশায় ছুট। বরই। হায়,
একদিন চপল পা বেয়ে শোণিতধারা। বাইরে যাওয়া বারণ। খেলা নিষেধ। দুরন্ত
বালিকা সলাজ কিশোরী। শৈশবের টলমল পা, বালিকার দাঁড়িয়াবান্ধা, বৌ-চির
মাঝখানে বাধার বরফ ঢুকে যায়। হাঁটা বদলে যায়। ভরন্ত শরীরে ঢেউ তুলে
তরুণী হাঁটে। বিয়ে হয়ে যায়। কৌমার্জ বিসর্জন তিন কবুলে। প্রথম দিকের ঘন
ঘন দৈহিক মিলনে তরুণীর আবার হাঁটা বদলায়। একদিন বাচ্চা হয়। ’তরুণী’
যখন ’মা’ তখন আবারো হাঁটার ছন্দে নতুন মাত্রা যোগ হয়ম লয় হয় ধীর। এভাবে
নারী পালটায়। এটাই নাকি নিয়ম। ওহ্, নারী!

## নারী-চরিত

‘নারী’ হাসে, দেখি অপলক।
‘নারী’ ভালোবাসে
বুকে পুরে নেই উষ্ণ কোরক।
‘নারী’ কাঁদে, জল ছোঁয়া শিখি।
‘নারী’ সব ছুঁড়ে ফেলে, দেয় ফাঁকি;
নিষ্ঠুরতার বিদ্যুতে পুড়ে
তবু তারই মোহনীয় ছবি আঁকি।
বিভ্রান্তিতে প্রশ্ন করি
‘কোনটা তোমার নারী আসল রূপ?’
সে বলে, ‘নিজের কাছে নিজে যখন,
চারিদিকে কেউ নেই, সব চুপ।’

## তুমি আসো নি

চার হাজার পনর রাত্রি,
মানে এগার বছর তোমার
অপেক্ষা করেছি, তুমি আসো নি।
রাত সকালের কোলে মাথা রেখে
হেসেছে অভ্যাসের হাসি; দুপুর করেছে
সংক্ষিপ্ত সালাদ সমেত লাঞ্চ।
বিকেলে চা পান, ডিনার শেষে

আবার গিয়েছে রাতেরই কাছে।
চার হাজার পনর রাতের সাথে যোগ হবে
আরও একরাত, আমি অপেক্ষা
করব, করেছি, করছি—
শুধু তুমি আসো নি। কারণ, তোমার
দাঁত কাটে আজ অগণিত মাংস-আহার,
তার সময় নেই এতিম অধরের,
শালপ্রাংশু বাহু যা নিজেকে জড়ায়
তার খোঁজ নেবার।
ইমিটেশন ভালোবাসায় দেখো দ্যুতি হীরের,
কী দরকার ছিল 'আজীবন সঙ্গী হব'
এই কসম কিরের?

## শিকার-ই- ত

ধর্মে আসক্তি প্রবল হলে বলতাম—
'পরম পিতা, এবার তবে মুক্তি দাও।'
কিছু বলি নি। ছুঁই নি কোনো অগ্নিবাণ।
পাঁচটা বছর কেবল স্মৃতিতে দিয়েছি
যৌবনের আহুতি। নিহত আত্মা
গোপনে বয়ে নিয়েছি শবসম দেহাভ্যন্তরে।
ছড়ানো ছিটানো আদমের সুরতে
চেষ্টা করেছি নিজেকে আবিষ্কারের।
হেমন্ত নীরবে চলে গেছে,
আমার ঘরে কোনো ফসল ওঠে নি,
হয় নি নবান্নের উৎসব।
অথচ তুমি কড়া নাড়তেই বাউরি বাতাস,
শব্দের রেণুতে পরাগায়ন, ঘোর গ্রীষ্মে
ঘন শ্রাবণ, অমাবস্যা 'ঢাকা শহর' পার।
যদিও জানি তুমি আজ শুধুই তার,
তবু হয়ে যাই বার বার দূরালাপনিতে
তোমার কণ্ঠে 'সুখী' রক্তাক্ত শিকার।

## মৃত্তিকার চোখে জল

সুপুরি কাটার মতো খণ্ড করেছো
ঝরিয়েছো বাসনার অধিক জল।
কিভাবে তবু তোমায় জপে যাই
এমন নির্লজ্জ-অনর্গল?
মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা হারিয়েছে
পরিচয় সিন্ধুনদের কোলে,
তুমি তো তার চেয়েও প্রাচীন
দিনের হিসেবে, কেন তবু
যাই না ভুলে? যন্ত্রণার শিলাস্তর,
জীবাশ্ম জমতে জমতে আমি
গম্ভীর মৃত্তিকা কত বছর ধরে—
এমনই ভাবছি যখন...কাল রাতে
হঠাৎ আবার 'মৃত্তিকার চোখে জল'।

## সাহসের খোঁজে

কুচো চুল কপাল হতে সরিয়ে দেব
আলগোছে...নাহ্, এ সাহসটুকুও
আমি করতে পারি না এই
ভরা আলোর শহরে।
কতবার ভেবেছি, একদিন, শুধু
এ-ক-দি-ন তোমার কোমর জড়িয়ে
হাঁটব—হয়ে ওঠে নি। বন্ধুদের
দুঃসাহসী সব অভিযানের
গল্প কেবল হা করে শুনি
বুলার নাকি প্রথম চুমু
আসাদ গেট আড়ংয়ের সিঁড়িতে—
রুশো'র অস্থায়ী ঘর-সংসার রিক্‌শায়;
আমার সব, স-ব কিছু কাগজে-
কলমে বড়জোর দূরালাপনিতে।
একটু সাহস দাও দেখি
আমিও তাহলে নিজেকে যে কোন
প্রথম অভিজ্ঞতার উত্তাপে সেঁকি!

## অপেক্ষা করবো, সেদিনের?

যতটা পথ হেঁটেছি ততোটা পথে আমার
কোনো নাম ছিল না, ছিল না নিজের বলে
এই পৃথিবীর ধূলিকণার কোন অংশ।
ভীষণ বদনাম, খ্যাতি (আদপে কুখ্যাতি)
আমার অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। ভালোবেসে
নষ্ট হয়েছি, হয়েছি আব্রুহারা; বিনিময়ে
কী পেয়েছি?—থাক্, তা আজ নাই বা শুনলে!
বন্ধু না হও, শত্রু হয়েই বলো—
আমি কি ঠিক ততোটাই ঘৃণ্য
যা লোকে বলে?
(যদিও লোকের বলাতে আমার লবডঙ্কা হয়)
তুমি যদি 'হ্যাঁ' বলো তবে আমি বলব
'কিস্‌সু যায় আসে না।'
আর যদি বলো 'না'—তবে
আরেকবার ভালোবেসে নষ্ট হবার সাধ
নিয়ে আমি তোমার দুয়ারে এসে দাঁড়াবো।
অপেক্ষা করবো সেদিনের?

## মেঘকাব্য

মেঘেদের জাদুঘরে গিয়ে জানতে চেয়েছি
তোমরা কি দেশ চেনো? আছে সন-
তারিখ কোনখানে কবে বৃষ্টি হয়ে
ঝরেছো তার?—ওরা মুচকি হেসেছে;
(ওদের হাসি মানে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি
আর ফিসফিসে বাতাস ফিকে ফিকে
মন খারাপ)—বলেছে মন খারাপের
রং সব দেশে এক, তাই যেদিন
তরুণী নারী কেঁদেছিল, কাঁদছে অথবা
কাঁদবে অঝরে, সেদিন সেখানে গাঢ়—
ভারী জল ঝরেছিল, ঝরছে অথবা
ঝরবে—সব কালে।

## আমি তো ভালোবাসি নাই

অদাগ মনে প্রথম সূর্য ছিল, ছিল জন্ম-মুহূর্তের কান্না
কণ্ঠের সপ্তমীতে, তারপর বুলি...কতো কতো কথা, পৃথিবীর
উন্নতি-গতি আরো কতো কী! মানিয়ে নিয়েছি।

মানুষের অরণ্যে চোখ রেখে শিখেছি মিথ্যা,
বুকে রক্তের দাগ মুছে বলেছি 'ভালো আছি;'
জেনেছি যুদ্ধ, দহন, কূটকচালি, ভেজাল মনুষ্য মৌসুম!

'মহীনের ঘোড়াগুলি'র 'কতো কী শেখার আছে বাকি'
গানের কলিকে বিদ্রুপে পাশে রেখে ভেবেছি
বাঁচতে তো শিখেছি!

হয়তো সব শিখেছি আমি, শুধু ভালোবাসতে শিখি নি
তাই 'মানুষ' আমার এতো অশান্তি, অস্থির-অনুযোগ,
পিছু হাঁটে 'মন কেমন করা' রোগ।

## গৃহস্থ-ভাবনা

যেসব মানুষ সুখ-দুঃখ দেয় না
মুহূর্তের সঙ্গবাজিই যাদের কাছ হতে মোটের উপর প্রাপ্তি
ঠিক করেছি এখন থেকে তাদের কাছেই যাব।
তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে; এ অনুভবের যে ভাষা
তার বিনিময়ে সুখ যতোটুকু তার চাইতে তিনশ গুণ বেশি দুঃখ,
অস্বস্তির কাঁটা ঝোপ, আতঙ্কের বিভাস তোমাকে হারানোর
প্রতি পলে;—এর চেয়ে ঢের ভালো অনুভবহীনতার খোলে
সময় পার করার আড্ডা আড্ডা খেলা—এমনই ভাবি
যারপরনাই। তারপর আবার নতমুখ তোমার খোলা বুকে,
চোখের তারায় আত্মঘুড়ির প্রশ্নাতীত সমর্পণ, নাটাই তোমার
হাতে দিয়ে অস্ফুটে বলি—'আমি আর ভো-কাট্টা ঘুড়ি হব না।'

## ঘানি

মৃতের মিছিলে শরিক আমি এক শব
আনন্দ-বেদনা তিরোহিত এ এক অদ্ভুত
সময় যাপন!
এখানে কোন কিছুই কোন অর্থ রাখে না—
ব্ল্যাকহোল; সময় কেটে খাই দিনরাত, আত্মায়
ভর করা পুঁজি শয়তানের মন্ত্র —মুনাফা;
দু মুঠো ভিক্ষার বিনিময়ে আজীবন দাসত্ব,
স্থায়ী 'জম্বি'র হেঁটে চলা মাটিতে শোবার কাঙ্ক্ষায়।
শুনেছি যীশুও বিবাহিত, তাঁর কি ছিল জীবিকা
অথবা মোহাম্মদের? তাঁরা বাণিজ্য করতেন
চাকুরি না—আমার পয়গম্বর হতে ইচ্ছে করে,
নিদেনপক্ষে আজান দেয়া মুয়াজ্জিন,
জোব্বা-পরা ফাদার—ধর্ম বেচে খেতাম
কথার ফুলঝুরিতে—শ্রম, মেধা না।
ভাবি আর ভাবি 'শব' পরিচয় ঘোচে না,
মুক্তি মেলে না জীবিকা চক্র হতে, আত্মসংঘাতে
প্রশ্ন জাগে—আমি কি কোনোকালেই
'মানুষ' ছিলাম না!

## ক্রুস্‌ফায়ারের বন্দনা শোনো

কাল স্যাটেলাইটে কষ্টের উপর আলোচনা আছে বিভিন্ন এঙ্গেলে
তুমি তোমারটা কমন পেতে পারো, অনেকে অনেকের
আমি আমার; এর কোনটাই নাও ঘটতে পারে—
পাওয়ার কাট্, বোশেখের তপ্ত মাতমে কিছুই নাও দেখা হতে পারে,
বিজ্ঞাপনের তেলেসমাতিতে হারিয়ে যেতে পারে খেই—আমি শুধু
এ বেলা তোমাকে বলে রাখি, আমাকে জড়ানো নীল আতরের
অসহ্য গন্ধমাখা গল্পের সারাংশ;
সে কি, তার আগেই তুমি রিমোটে দিলে হাত, বদলালে চ্যানেল!
ঐ দেখো বেদনার কুমীর আবারো কাটলো ক্যানেল!
তোমাকে কি নীলচে বারুদ আতরের গল্পটা বলাই হবে না কক্ষণো!
থাক্ তবে, তুমি মগ্ন হয়ে ক্রুস্‌ফায়ারের বন্দনা শোনো।

## অধরা

নির্লিপ্ত নির্জনে কৃত্রিম ভালোবাসায় স্নান করি যখন-তখন।
অথচ তোমার বেলাতে আমার দেখা জনারণ্যে, তুমি
সফটওয়্যারের মতো অধরা, জিরো-ওয়ান এর কম্বিনেশন—
আস্কিকোড। এলেবেলের জন্যে পূর্ণচন্দ্রিমা, শীতের সুবাস—
তোমার জন্যে মুখোমুখি চেয়ার, মাঝে টেবিল, ফালতু
এয়ারফ্রেশনার। আমার কি কখনো ইচ্ছে করতে নেই তোমাকে
শীত-জোছনা-হাসনাহেনার বিন্যাস-সমাবেশে চলন্ত রিক্‌শায়
পাশে পাবার? কেন এত নিষ্ঠুর হও?

## জীবনী ভালোবাসার

পনেরোর 'সহজ' ভালোবাসা সতেরোতে কুটিকুটি।
কিছুটা বিরতিতে বিশে এসে সেই পনেরোর সাথে
আবার বাঁধলাম জুটি।
'সহজ' শব্দ হারালো তার রূপ, শুধু ঝামেলা
এ বাড়ি ও বাড়ি। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, তীব্র টান,
পাশাপাশি চলার শপথ, বিবাহমন্ত্র—সব তুচ্ছ
হয়ে যায় সমাজ-বাস্তবতার কাছে।
তাই একুশে স্থায়ী ছাড়াছাড়ি,
আমি একা, সে ঘোর সংসারী।
তারও পর কেবলই নীল নির্জন,
নৈঃসঙ্গের স্থায়ী হাঁটাচলা, ছাব্বিশে একই পরিণতি;
আবারো ভুল দরজায় কড়া নাড়া—'ভালোবাসা'
মোড়কবিহীন, তাই বেছে নিতে পারি না কোনটা
নির্ভুল—সঠিক। কতোদিন, ঠিক কতোদিন
ঘুরবো এমন দিগ্বিদিক?

## গৃহদাহ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মতো কোনো নীরব ঘাতক
ধ্বসিয়ে দিচ্ছে আমার বোধ-বুদ্ধির হাওয়া-ঘর;
বাতাসের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিরোধীদলের
জপমালার মতো বলে যাচ্ছি—
'ইসাবেলা, তোমার ভালোবাসা চাই;' ঐ দিকে
তুলসিতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে 'দুর্ভাগ্য' হাসছে,
মন্দিরের কাঁসা-ঘণ্টা, এমনকি মসজিদেও
উঠছে রোল 'অমন ভালোবাসার পরিণতি নাই।'
আমি শুধু জানি—
ভালোবাসা স্বপ্ন নয়, বাস্তব অনুভব
এ শাসন নয়, শাসিত হবার আভাস
স্নেহ-মমতায়, ভালোবাসা প্রেমকে
ছুঁয়ে এমন কোথাও পৌঁছানো যেখানে
আমি-তুমি হয়ে যায় 'আমরা' এবং
বাঁচার অন্য নাম; স্বেদে-সংঘাতে-মিত্রতায়।
ভালোবাসা এমন এক প্রয়োজন
যা উঠবে না কখনো ন্যায়-অন্যায়ের দাঁড়িপাল্লায়।
তুমি আঁকো উচিত-অনুচিতের ঋষিজ সীমারেখা
অথবা বলো পরকীয়া, আমি রাবীন্দ্রিক শব্দে
অহর্নিশ বলবো—
ইসাবেলা, তোমারেই সঁপিয়াছি
মন-প্রাণ-দেহ, এই গরিবি 'হিয়া'।

## কাঙ্ক্ষা, কলঙ্ক

কলঙ্ক দাও, পূর্ণ দেহে মেখে নেই—
তবু তো তুমি আমাকে কিছু দিলে,
এটা জানা-ই আমার আরো একদিন
বাঁচার জন্যে যথেষ্ট হবে।
আমি প্রতীক্ষায় থাকলাম,
তুমি নিন্দার 'আলোয়ান' কবে দেবে?

## জয়াশা

শামুকের মতো খোলশে গুটাও তোমার প্রকৃত সত্তা।
মাথা কুটে মরি, তারবার্তা, শব্দখেলা যখন-তখন খেলি।
তুমি নির্বিকার ঔদাসীন্যে সব সরিয়ে চলে যাও
কিশোর ঘোড়ার মতো দুলকি চালে।
একটু কাছে যাবার আশায় আমার দিনমান শেষ,
গভীর রাতে নিজেকে নিজে জড়িয়ে বুঝি
তুমিও আমারই মতো নিঃস্ব,
রয়েছে কেবল কাঠিন্যের মিথ্যে বেশ।
অনুমতি নয়, ভালোবাসায় সরাবো ঐ একাকিত্বের
হুলস্থূল জাল, তোমাতে আমি হবো স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান,
তুমি চেয়ে রও...

## নির্দেশনা

তোমার প্রশ্রয়ে আমি ছন্দের কারিগর দুঃসাহসী ঝুঁকিতে।
আমার একা সময়, স্বপ্ন দেখা শুধু তোমাকে নিয়ে,
আকাশে তোমার ঘর, আমার মেঘে বসবাস,
যেদিন তুমি সদয় সেদিন রংধনু নেকলেস,
রোদের জড়োয়া গহনা;
কোনদিন মুখ ফেরালে উপকূলে ডিপ্রেশন
থেকে থেকে অন্ধকার, ঝড়ো হাওয়া।
সবকিছু তোমার হাতে, আঁধার কিংবা রং
(তুমি বলবে, এগুলো চিরাচরিত সাধারণ প্রেমাসক্তের
উচ্চারণ, আসলে কারো হাতে অন্যের কিচ্ছু নয়)
তুমি বলে দাও, কোন পথে যাবে আমার ধূসর চরণ।

## অস্থায়ী

এ জীবনে আমি কিছুই জড়াতে পারি নি স্থায়ী সম্পর্কে—
না মানুষ, না নেশা, অস্থিরতার হেঁসা ছিল—আছে সবসময়।
অনেক কিছু পিছে ফেলে, করে অনেক দুর্দৈব পার,
বুঝেছি নোঙর ফেলবো, হবো অচঞ্চল ঋষি—একবার যদি
শুনি তোমারই মুখ হতে চতুর্মাত্রিক শব্দ 'ভালোবাসি'।

## মেয়েলি আড্ডার আড়ালে

বালিকারা (ভূতপূর্ব) কল্লোলে রোমন্থন করে মেয়েবেলা,
আছে হাসি, বোধের আদান-প্রদান, থাকে রূপের বিশেষণ,
বরের স্বভাবচরিত বিষয়ক টুকরো শব্দের ফুলঝুরি,
সন্তানের প্রতি ভালোবাসার ফল্গুধারার অপার প্রকাশ;
বালিকারা সব বলে, বলে না কেবল আপন মনের
অতল খবর, তাদের সম্মিলিত আড্ডায় স-ও-ব থাকে,
থাকে না শুধু একে অন্যের অনুভব ছোঁবার
সেই কৈশোরিক সবুজ শপথ। তাই আড্ডার শুরু
থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তারা রয়ে যায় সেই একা,
তাদের কপালে নারী কিংবা মহিলা হবার পথে
পা বাড়ানোর চিরন্তন বলিরেখা, শেষ পর্যন্ত
বালিকারা 'নারীত্বে' বড় বেশি—বেশি একা।

## আহ্বান বিষয়ক

সন্তান প্রতীক করতে বলো আমাকে এই অস্বাভাবিক সভ্যতার।
তোমার আহ্বানে আমার শূন্যতায় গড়া সেতু কেঁপে কেঁপে ওঠে শঙ্কায়।
যেসব জীবন বাজপাখির শ্যেন দৃষ্টির, গোখরার ক্রূরতার,
তাদের কাছে সঁপে আমার গর্ভবেদনা বলো কী আছে পাবার?
—আবার ভুল ইতিহাস, ত্রিশ লক্ষ প্রাণ অথবা লক্ষাধিক ধর্ষণের বিনিময়ে!
তোমাকে ভালোবেসে দু চোখে খেলা করে যে আলো, অন্ধকার
তাঁবু ফেলে তার মাঝে বাদুর-ডানায় তোমার এই আহ্বানে।
ধরিত্রীর বুকে পাশাপাশি ধ্বংস-নির্মাণ; যেদিন হবে প্রেমের বিনির্মাণ
আণবিক নিধন সরিয়ে, শান্তি পাখায় সবুজ বীজ দেবো—দিব্যি,
স্বাধীন মানবতার।

## উদ্‌যাপন

নিরক্ষরেখার ভারসাম্য ধুলো করে অক্ষ-দ্রাঘিমা তখন একাকার,
বিকেলের আলো নিভছে, তুমি জ্বলে উঠছো, আমিও তোমার স্পর্শে
কাপাস-তুলোর মতো নির্ভার, অনুভূতির শীর্ষে। প্রতিদিনের ক্লান্তি
জমে ওঠা ঘষা কাঁচ চোখ শুধু জ্বলজ্বল, অথচ আমি বিড়াল না,
যে আঁধারে চোখ জ্বলবে টুনি বাল্বের মতো—তুমি আমাকে
তাও বানালে; রংধনু মনে নিয়ে আমি কেবল উচাটন,
ততোক্ষণে খুলে নিয়েছো সেফটি বাটন; সফেদ বুকে
হাজার প্রলোভন—ফিসফাস কানে বললে,
'আরেকবার সহমরণ!' অক্ষ-দ্রাঘিমা মিলেমিশে
একটাই দিগন্ত পুনরায়, তোমার দেহবাঁকে আমার দৃষ্টি
আঁকছে, তখন আমিও যামিনী রায়। সঙ্গম যদি শিল্প হয়,
করছি ভালোবাসার প্রদর্শনী, দুজনের গ্যালারিতে
একক উদ্‌যাপন।

## পথের দাবি

থেকে থেকে যেমন ঢেউ আসে আবার ফিরে যায়
তেমনি রাস্তায় রাস্তায় জ্যামের মহড়া—এই পথে
গেলে হয়তো তোমার কাছে পনেরো মিনিট আগে
পৌঁছাবো, এই ভেবে ঘুর্, সেই বালুচর,
বাম্পার টু বাম্পার, নড়ে কী নড়ে না
বাতি জ্বলে-নেভে, উদাস ট্রাফিক সন্ধ্যাতারা
দেখার বদলে দেখে হেডলাইটের কেরিকেচার;
হাত সামনে কী পেছনে—তারপর ধুত্তোর ছাই!
ঘেয়ো কুকুরের ত্বকের মতো ঝুরঝুরে কালো ক্যাবে
পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ দুই ঘণ্টা স্বেদস্নান করে
যখন পৌঁছলাম তোমার ডানাতলে তখন
সভ্যতার বাড়াবাড়ি, মোবাইল বাজছে তারস্বরে
মা'র আকুল কণ্ঠ, ঘরে ফের্ তাড়াতাড়ি।

## আত্মার হত্যা

বোকাবাক্স ধরে রাখে রাত রাত চোখ স্ক্রীনে
হাত বাঁধা কন্ট্রোলে, ভাবনার ঝাঁপি চলে না
উন্মাতাল রূপকথার দেশে। ক্লান্তির ছক আঁকা বোর্ড
গোনে শুধু দিন-মাস-বছর, ভুলে ভরা প্রতীকে
মাঠ, আড্ডা, মিলন সব মিক্সড এসএমএস,
ই-মেইল, মেগাসিরিয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভাগে।
কতদিন এয়ারমেইলে খাম আসে না
আমার জানালায়, লুকিয়ে পড়ি না চিঠি!
এক নিমিষে তোমার কাছে পৌঁছাই ঠিকই
শব্দে শব্দে বাক্য সাজিয়ে, শুধু নির্দিষ্ট
মেগাবাইটের ই-মেইল বক্স উপচে
পড়ার আগেই করতে হয় ডিলিট
সভ্যতা জানে না ধাতব গতির ওঙ্কার কিভাবে
মেপে দিচ্ছে অনুভবের ক্ষতিকর লিমিট।